তারিখ 27 FEB 2018

লেখক-প্রকাশকরা কি ভেবে দেখবেন?

প্রকাশনা

ড. খুরশিদ আলম

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট

পৃথিবী বিখ্যাত লেখকদের বইও সম্পাদনা করা হয় এবং তার মান অনেক উন্নত করা হয়। যেমন, অমর্ত্য সেনের বইও সম্পাদনা করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সম্পাদনা ছাড়া কোনো বই-ই প্রকাশ করে না। তাই কেউ যদি নিজ উদ্যোগে কোনো বই প্রকাশ করতে চান তিনি যেন তা সম্পাদনা করিয়ে নেন। তাতে পাঠকের কাছে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার চেয়ে সংশোধন করিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরিজীবী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেই যে তার যথেষ্ট ভাষা-জ্ঞান থাকবে, এমনটা নয়

বই লিখতে গেলে প্রথমে যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে, কোনটি বই আর কোনটি বই নয়। একটি লেখা বই হতে হলে তার কী কী শর্ত পূরণ করা দরকার? একটি পিএইচডি থিসিস বা গবেষণা রিপোর্ট অনেক সময় বই হয় না কেন? কোনো একটি লেখা বই হতে হলে তার মোটামুটি তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন, একটি হচ্ছে এটি বারবার পাঠককে পড়তে চাইতে হবে; দ্বিতীয়ত, এটি ভবিষ্যতে পড়ার জন্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী হতে হবে এবং তৃতীয়ত, এটির জন্য মূল্য পরিশোধ করতে আগ্রহী হতে হবে। এ তিনটি শর্ত যদি কোনো লেখা পূরণ না করে তাহলে তা বই হিসেবে প্রকাশ করা ঠিক নয়। একটি পিএইচডি থিসিস বা গবেষণা রিপোর্ট অনেক সময় বই আকারে প্রকাশ করা হয় না। কারণ তা এমন একটি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে লেখা থাকে যে, সে সম্পর্কে হাতেগোনা লোকের জানার আগ্রহ বা প্রয়োজন থাকতে পারে। ফলে সেটি বই আকারে প্রকাশ না করে কেবল সাময়িকীতে গবেষণা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করা হয়। আবার কোনো কোনো থিসিস বা গবেষণা প্রতিবেদন ব্যাপক বিষয়কে ছুঁয়ে যায় বিধায় সেটি বই আকারে প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে নামকরা প্রকাশকরা বেশ সচেতন এবং তারা সেটি যাচাই-বাছাই করেই কেবল প্রকাশ করতে চান। তার জন্য বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ এবং বাজার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। অনেক সময় লেখককে উল্লেখ করতে হয় কারা সে বইয়ের পাঠক হবেন, কতটা বই বিক্রি হতে পারে ইত্যাদি।

আবার যদি কেউ তার নিজের লেখা নিজে অর্থ দিয়ে প্রকাশ করতে চান, হতে পারেন তিনি নবীন কিংবা প্রবীণ, তিনি তা করতে পারেন। তার ক্ষেত্রে আরও যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা দরকার, সেটি আদৌ কোনো বই হয়েছে কি-না। যেমন, ব্যক্তিগতভাবে লেখক যখন কোনো বিষয়ে বই লেখেন, তখন দেখতে হয় তিনি বানান-বাক্য শুদ্ধভাবে লিখেছেন কি-না, ভাষার ব্যবহার ঠিকমতো হয়েছে কি-না। যদি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে তিনি অন্য কাউকে অর্থের বিনিময়েও সম্পাদনা করিয়ে নিতে পারেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, পৃথিবী বিখ্যাত লেখকদের বইও সম্পাদনা করা হয় এবং তার মান অনেক উন্নত করা হয়। যেমন, অমর্ত্য সেনের বইও সম্পাদনা করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সম্পাদনা ছাড়া কোনো বই-ই প্রকাশ করে না। তাই কেউ যদি নিজ উদ্যোগে কোনো বই প্রকাশ করতে চান তিনি যেন তা সম্পাদনা করিয়ে নেন। তাতে পাঠকের কাছে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার চেয়ে সংশোধন করিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরিজীবী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেই যে তার যথেষ্ট ভাষা-জ্ঞান থাকবে, এমনটা নয়। তাই বলে তিনি বই লিখতে পারবেন না, তা নয়। তাকেও তার লেখা বই সম্পাদনা করিয়ে প্রকাশ করা উচিত।

কী বিষয়ে বই লিখবেন তার কোনো সীমা নেই। যেমন, সাহিত্য ছাড়াও সাংবাদিকতা, ভ্রমণ কাহিনী, মহাকাশ, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পাঠ্যবই, বিষয়বস্তুভিত্তিকসহ হাজারো বিষয়ে বই হতে পারে। তবে যে বিষয়েই বই লিখুন না কেন, পাঠক যেন বুঝতে পারে যে, সে বিষয়ে বই লেখার মতো যোগ্যতা বা যথেষ্ট জ্ঞান আপনার আছে। তা না হলে সেটি হয়তো পাঠকের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

বই লেখার আগে কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত সে বিষয়ে সবার ধারণা থাকে না। তাই কোনো বিষয়ে বই লেখার আগে সে বিষয়ে যেসব অত্যন্ত ভালোমানের বই আছে তা আগে পড়া উচিত। তার আগে যে ভাষায় বই লিখতে চান সে ভাষাটি ভালোভাবে শেখার চেষ্টা করা উচিত। লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ছক মনে মনে আঁকতে হবে, তারপর তা নিয়ে লিখতে হবে। তবে যারা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি লিখবেন তাদের সাধারণ কিছু লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করে তারপর তাতে হাত দিলে ভালো হয়। কিন্তু তার যে ব্যতিক্রম করা যাবে না তা নয়। যেমন, অনেকে প্রথমে উপন্যাস লিখেছেন কোনো কিছু লেখার আগে। আর যারা নিজের কোনো পছন্দের বিষয়ে বই লিখেছেন, হতে পারে সেটি ভ্রমণ কাহিনী; সে বিষয়ে লেখার আগে বেশি বেশি গ্রন্থালোচনা বা সমালোচনা পড়লে অনেক বেশি উপকৃত হবেন। তবে তা মানসম্মত পত্রিকা বা সাময়িকীতে প্রকাশিত হলে ভালো হয়। তাই বেশি বেশি গ্রন্থালোচনা বা সমালোচনা পড়তে পারেন।

প্রায়শ অনেক বিখ্যাত লোকের মুখে শুনি, তার লেখা বই বিক্রি হয় না। একজন অতি পরিচিত কলামিস্ট লিখেছেন, পাঠক ভাগ্য তার নেই। তার বই পাঠক তেমন পড়ে না। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বইতেও দেখা যায়, লেখক পাঠককে শিক্ষিত (এডুকেট) করার চেয়ে অভিভূত (ইমপ্রেস) করার চেষ্টা করেন বেশি। ফলে পাঠক সেটিতে আর তেমন মন বসাতে চান না। দ্বিতীয়ত, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একেবারে উদাসীন থাকেন। অর্থাৎ পাঠক সে ধরনের ভাষা বা শব্দের সঙ্গে পরিচিত কি-না তা তিনি ভেবে দেখেন না। তৃতীয়ত, যে বিষয়ে তিনি লিখছেন সে বিষয়ে তিনি কোনো কিছু যোগ করলেন কি-না বা পাঠকের জানার কৌতূহল কিছুটা হলেও মিটল কি-না তা তাকে ভাবতে হবে। চতুর্থত, পাঠক তার কাছে কী জানতে চাচ্ছে, আর সেটি তিনি তার বইয়ে দিচ্ছেন কি-না। পঞ্চমত, কত বেশি বই প্রকাশিত হলো তার হিসাব না কষে কতটা ভালো বই লেখা হলো তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। কেউ একটি-দুটি কিংবা বড়জোর তিনটি মাত্র বই সারাজীবনে লিখেছেন এবং তা দিয়ে পাঠকের মনে স্থান করে নিয়েছেন। আবার কেউ ৩০-৪০টি বই লিখেছেন এবং একটিও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেনি। কারণ কোনো একটি বই লেখার জন্য যে পরিমাণ সময় ও পরিশ্রম করা দরকার তা না করে কয়টি বই প্রকাশ হলো বা কয়টি লেখা হলো তা নিয়ে ভাবেন। অনেকে কেবল পত্রিকায় প্রকাশিত কলামগুলো দিয়ে বই করেন, যার হয়তো আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই বা তার চাহিদা পাঠকের কাছে আর নেই।

সর্বশেষ, অন্যের লেখার সমালোচনা করা ভালো; তবে তার চেয়ে বেশি সময় দিতে হবে নিজের লেখার মান উন্নত করার জন্য। সেটি যত বেশি মনোযোগ দিয়ে করা যায় এবং প্রতিটি লেখার মান যেন আগের লেখার চেয়ে ভালো হয় সেটির প্রতি নজর বেশি দিতে হবে। একই লেখাকে বারবার সংশোধন করে তার মান উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। তবেই লেখক পাঠকের মনের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন, আর পাঠক আপনার না লেখা বইয়ের খোঁজ করবেন, নতুন বই কবে বেরোচ্ছে তা প্রকাশকের কাছে জানতে চাইবেন। বাংলাদেশের হাজারো মানুষের সে মেধা আছে, দরকার তা কাজে লাগানোর।